

পাপ: এর প্রকৃতি, পরিণতি ও প্রতিকার অনুধাবন

পাপ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা, যা আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তাঁর ক্ষমা দাবি করে। এই অধ্যয়নটি মানবজাতির আধ্যাত্মিক অবস্থা, পাপের পরিণতি, এর বিভিন্ন রূপ (কৃতকর্ম ও অকৃতকর্ম), এবং ধার্মিকভাবে জীবনযাপনের বাইবেলীয় নির্দেশ, যার মধ্যে বিশ্বাসের প্রকাশ হিসেবে দরিদ্রদের সেবা করাও অন্তর্ভুক্ত, তা অন্বেষণ করে। শাস্ত্র, ব্যক্তিগত মনন এবং বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে, আমরা পাপের প্রভাব এবং ঈশ্বরের সমাধান বোঝার লক্ষ্য রাখি।

১. মানবজাতির আধ্যাত্মিক অবস্থা

শাস্ত্রপদ: ১ পিতর ২:৯-১০ ঈশ্বরের সামনে মানবজাতি দুটি অবস্থার একটিতে অবস্থান করে: অন্ধকারে অথবা তাঁর আলোতে। এর কোনো মধ্যবর্তী অবস্থা নেই—কোনো “গোধূলি অঞ্চল” নেই।

- অন্ধকার: এর বৈশিষ্ট্য হলো ‘কোনো জাতি না হওয়া’, দয়াহীন, ক্ষমাহীন এবং ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।
- ঈশ্বরের আলো: ঈশ্বরের মনোনীত লোক, তাঁর করুণার প্রাপক এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা চিহ্নিত। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: যোহন ৮:১২ – যীশু ঘোষণা করেন, “আমিই জগতের আলো। যে আমার অনুসরণ করে, সে কখনও অন্ধকারে চলবে না, বরং জীবনের আলো পাবে।” এটি আধ্যাত্মিক অবস্থার দ্বৈত প্রকৃতিকে আরও জোরদার করে: খ্রীষ্টের অনুসরণ আলো নিয়ে আসে, আর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে একজন অন্ধকারে থেকে যায়।

| অন্ধকার | ঈশ্বরের আলো |
|---|---|
| মানুষ নয় কোনো করুণা নেই (ক্ষমাহীন) | ঈশ্বরের লোক করুণা লাভ করেছেন (ক্ষমা করা হয়েছে) |

মূল কথা: ঈশ্বরের আলোতে থাকা কেবল বৌদ্ধিক জ্ঞানলাভ নয়, বরং এটি একটি রূপান্তরকারী আধ্যাত্মিক অবস্থা। এটি ঈশ্বরের সাথে এক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে, যা তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে সম্ভব হয় (ইফিষীয় ২:৮-৯: “কারণ অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ, বিশ্বাসের দ্বারা...”)

২. পাপের পরিণতি

পাপের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে, যা আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আমাদের অনন্তকালীন পরিণতিকে প্রভাবিত করে।

ক. পাপ আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

শাস্ত্রপদ: যিশাইয় ৫৯:১-৩ পাপ আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যা আমাদেরকে আত্মিক অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। আমাদের অপরাধবোধ, যা “রক্তে রঞ্জিত” হাত দ্বারা প্রতীকায়িত, তা খ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্য আমাদের দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে। ঈশ্বর শক্তিহীন নন—তাঁর বাহু খুব ছোট নয়, কিংবা তাঁর কর্ণও খুব ভোঁতা নয় (পদ ১)। দৃষ্টান্ত: কল্পনা করুন, একটি প্রাচীর পাপের কারণে একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের আলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। জিজ্ঞাসা করুন: “আপনি প্রাচীরের কোন দিকে আছেন? যদি আজ রাতে আপনার মৃত্যু হয়, আপনি কি পরিত্রাণ পাবেন?”

- যারা অনিশ্চিত, তাদের অন্ধকারে থাকার অকপট স্বীকারোক্তিকে সমর্থন করুন।

- যারা ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ভালো বলে দাবি করে, তাদের সেই নিশ্চয়তাকে নম্রভাবে যাচাই করুন (যেমন, “আপনি এত নিশ্চিত কেন?”) অথবা পরে অনুতাপ বিষয়ক কোনো আলোচনায় অনুতপ্ত না হওয়া পাপগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।
- যারা দৃশ্যত পাপে জড়িয়ে আছেন, তাদেরকে অকপটে উত্তর দিন: “আমি এ বিষয়ে খুবই সন্দেহান, ” এবং বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য যিশাইয় ৫৯:১-৩ পদটি পুনরায় পড়ুন। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: গীতসংহিতা ৬৬:১৮ – “যদি আমি আমার হৃদয়ে পাপকে লালন করতাম, তবে সদাপ্রভু আমার কথা শুনতেন না।” এটি এই বিষয়টিকে জোর দেয় যে, অনুল্লিখিত পাপ কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় বাধা সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: রোমীয় ১:১৮-২০ – “স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের ক্রোধ মানুষের সমস্ত অধার্মিকতা ও দুষ্কৃত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হচ্ছে, যারা নিজেদের দুষ্কৃত্যের দ্বারা সত্যকে দমন করে; কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায়, তা তাদের কাছে স্পষ্ট, যেহেতু ঈশ্বর নিজেই তা তাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কারণ জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণাবলী—তাঁর অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বরিক প্রকৃতি—সৃষ্ট বস্তুসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে দেখা ও বোঝা গেছে, ফলে মানুষের কোনো অজুহাত নেই।” এটি এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে, পাপের কারণে সৃষ্ট বিচ্ছেদ ঈশ্বরের বিষয়ে সুস্পষ্ট সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে দমন করার ফল, যা মানবজাতিকে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দায়ী করে এবং তাদের কোনো অজুহাত থাকে না।

খ. পাপ অপরাধবোধ ও দণ্ড ডেকে আনে

শাস্ত্রপদ: যিহিঙ্কেল ১৮:২০ যে আত্মা পাপ করে, সে জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং দণ্ডাজ্ঞার সম্মুখীন হয়। অপরাধবোধ ব্যক্তিগত, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়, যা ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর জোর দেয়। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: রোমীয় ৩:১৯ – “সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য,” যা এই বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করে যে, পাপ এক পবিত্র ঈশ্বরের সামনে আমাদেরকে দোষী করে তোলে।

গ. পাপ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে

শাস্ত্রপদ: রোমীয় ৭:৭-১৩ ঈশ্বরের ব্যবস্থা দ্বারা প্রকাশিত পাপের ফল হলো আত্মিক মৃত্যু—ঈশ্বরের জীবনদায়ী সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ইফিষীয় ২:১-২ – “তোমরা তোমাদের অপরাধ ও পাপের কারণে মৃত ছিলে,” যা অনুতাপহীন পাপীদের শোচনীয় অবস্থার উপর আলোকপাত করে।

ঘ. পাপের কারণে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হই।

শাস্ত্রপদ: রোমীয় ৩:২২-২৪ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা, অর্থাৎ মানবজাতির জন্য তাঁর অভিপ্রেত উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উপমা: গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন লাফিয়ে পার হওয়া—কেউই, এমনকি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও, অপর পারে পৌঁছাতে পারে না। একইভাবে, কেউই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। প্রয়োগ: জিজ্ঞাসা করুন, “পাপ বলতে আপনি কী বোঝেন?” সাধারণ উত্তরগুলোর মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করা (১ যোহন ৩:৪) অথবা যা সঠিক বলে আমরা জানি তা করতে ব্যর্থ হওয়া (যাকোব ৪:১৭)। এটি পাপকে একটি সহজবোধ্য উপায়ে উপস্থাপন করে। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: উপদেশক ৭:২০ – “ধার্মিক কেউ নেই, একজনও না,” যা পাপের সার্বজনীন প্রকৃতিকে নিশ্চিত করে।

ঙ. পাপের চূড়ান্ত পরিণতি: অনন্ত মৃত্যু অথবা জীবন

শাস্ত্রপদ: রোমীয় ৬:২৩ পাপের মজুরি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনন্ত জীবন দান করেন। আমাদের অবশ্যই এই পথগুলোর মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: প্রকাশিত বাক্য ২১:৮ – এখানে ভীর্ণতা, অবিশ্বাস এবং ছলনার মতো পাপগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যে এই ধরনের পাপগুলো নরকে “দ্বিতীয় মৃত্যুর” দিকে নিয়ে যায়। এটি অনন্তকালীন ঝুঁকির উপর জোর দেয়। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: যোহন ৩:৩৬ – “যে পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে, সে জীবন দেখতে পাবে না, কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে থাকে।” এটি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পছন্দের বিষয়টি স্পষ্ট করে।

চ. পাপের পরিণতির ক্রমবিকাশ: ঈশ্বরের বিচারিক পরিত্যাগ (রোমীয় ১:২৪-২৮)

যখন মানবজাতি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন তিনি বিচারস্বরূপ তাদেরকে তাদের পাপের হাতে সঁপে দেন, যার ফলে পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তার ধ্বংসাত্মক শক্তি প্রকাশ করে। এই ক্রমবিকাশকে তিনটি পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যা দেখায় কীভাবে পাপ মানুষের হৃদয়ে ও সমাজে নিজে থেকে গাঁথে ফেলে। শাস্ত্রপদ: রোমীয় ১:২৪ – “অতএব ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের পাপপূর্ণ বাসনার বশে পরস্পরের সঙ্গে তাদের দেহের অবমাননার জন্য ব্যভিচারের হাতে তাদের সঁপে দিলেন।” এই প্রথম সঁপে দেওয়াটা প্রতিমাপূজার প্রতিক্রিয়া, যা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরের কামনাবাসনার মাধ্যমে দেহের অসম্মানের দিকে পরিচালিত করে

(তুলনীয়: ১ করিন্থীয় ৬:১৬-১৯)। শাস্ত্রপদ: রোমীয় ১:২৬ - “এই কারণে ঈশ্বর তাদেরকে লজ্জাজনক কামনাবাসনার হাতে সঁপে দিলেন। এমনকি তাদের নারীরাও স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের পরিবর্তে অস্বাভাবিক সম্পর্কে লিপ্ত হলো।” এই দ্বিতীয় পর্যায়ে অবমাননাকর কামনাবাসনা জড়িত, যার উদাহরণ হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমকামিতা, এবং এর অন্তর্নিহিত শাস্তি হলো আধ্যাত্মিক শূন্যতা বা রোগ। শাস্ত্রপদ: রোমীয় ১:২৮ - “তাছাড়া, তারা যেমন ঈশ্বরের জ্ঞান ধরে রাখাকে মূল্যবান মনে করেনি, তেমনি ঈশ্বরও তাদের এক বিকৃত মনের হাতে তুলে দিলেন, যাতে তারা এমন সব কাজ করে যা করা উচিত নয়।” এই চূড়ান্ত সমর্পণের ফলে একটি অননুমোদিত মন তৈরি হয়, যা সঠিক নৈতিক বিচার করতে অক্ষম এবং এর ফলস্বরূপ তারা নানা ধরনের পাপকর্মে লিপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত: স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া নৌকার মতো অথবা অপব্যয়ী পুত্রের শূকরশালায় যাওয়ার মতো (লুক ১৫:১১-৩২), ঈশ্বরের এই পরিত্যাগ হলো নিষ্ক্রিয়ভাবে বাধা দেওয়া বা সরে যাওয়া, কোনো সক্রিয় কারণ নয় (তুলনীয়: হোশেয় ৪:১৭; গীতসংহিতা ৮১:১২)। প্রয়োগ: ঈশ্বরের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আপনার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ বেড়ে চলেছে, তা নিয়ে চিন্তা করুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: “আমি কি ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে আমার নিজের ইচ্ছার সাথে বিনিময় করেছি?” এটি পাপের দাসত্বমূলক প্রকৃতি এবং অনুতাপের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

৩. পাপের প্রকারভেদ

পাপ প্রধানত দুটি রূপে প্রকাশ পায়: কৃত পাপ (সক্রিয়ভাবে অন্যায় করা) এবং অকৃত পাপ (সঠিক কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া)।

ক. কৃত পাপ: ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কাজ

শাস্ত্রপদ: গালাতীয় ৫:১৯-২১ দৈহিক কর্মসমূহ সুস্পষ্ট এবং তা আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য থেকে অযোগ্য করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ:

- যৌন অনৈতিকতা, অশুচিতা, লাম্পাট্য
- মূর্তিপূজা, জাদুবিদ্যা
- ঘৃণা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধের আবেশ, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মতবিরোধ, দলাদলি, হিংসা
- মদ্যপান, উদ্দামতা এবং অনুরূপ কাজ। প্রয়োগ: খোলামেলা আলোচনার জন্য এই পাপগুলোর সাথে সংগ্রামের ব্যক্তিগত উদাহরণ তুলে ধরুন। জিজ্ঞাসা করুন: “এই পাপগুলোর মধ্যে কোনটির সাথে আপনি সংগ্রাম করেছেন?” ব্যক্তির প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আলোচনা সাজান, এবং “অনাচার” (অতিরিক্ত ভোগবিলাস) বা “মতবিরোধ” (বিভেদ সৃষ্টি করা)-এর মতো শব্দগুলোর সংজ্ঞা দিন। প্রশ্ন: কয়টি পাপ আমাদের স্বর্গ থেকে অযোগ্য করে তোলে? উত্তর: মাত্র একটি, যা একটি পাপেরও ভয়াবহতা তুলে ধরে। ঐচ্ছিক অনুশীলন: ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে তার পাপগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন, যাতে সে তা নিয়ে ভাবতে পারে; কেবল স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেই তা শেষ করার করতে বলুন। শাস্ত্রপদ: মার্ক ৭:২১-২২ পাপের উৎপত্তি হৃদয়ে, যা লালন-পালন বা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হলেও ক্ষমাযোগ্য নয়। নির্দিষ্ট পাপগুলো নিয়ে আলোচনা করুন:
- যৌন অনৈতিকতা (যেমন, ব্যভিচার, বিবাহপূর্ব যৌন মিলন, সমকামিতা, অশ্লীল ছবি; দেখুন ১ করিন্থীয় ৬:৯, ১৮; মথি ৫:২৮)
- লোভ, বিদ্বেষ, প্রতারণা, ব্যভিচার, ঈর্ষা, অপবাদ। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: কলসীয় ৩:৫-৯ - এখানে কাম, লোভ এবং ক্রোধের মতো পাপগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্বাসীদের এই কাজগুলোকে “হত্যা” করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। শাস্ত্রপদ: ২ তীমথিয় ৩:১-৫। শেষকালে, লোকেরা ঈশ্বরের চেয়ে নিজেদেরকে, অর্থকে এবং আনন্দকে বেশি প্রাধান্য দেবে এবং প্রকৃত বিশ্বাস ছাড়া অহংকার, নির্যাতনমূলক আচরণ এবং “ধার্মিকতার ভান”-এর মতো বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। প্রয়োগ: জিজ্ঞাসা করুন, “আপনি সবচেয়ে বেশি কী ভালোবাসেন—ঈশ্বরকে না পার্থিব আনন্দকে?” এটি সেইসব ধার্মিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যাদেরকে দেখতে ধার্মিক মনে হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকৃত ভক্তির অভাব রয়েছে। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ১ যোহন ২:১৫-১৬ - “জগতকে বা জগতের কোনো কিছুকে ভালোবাসো না... কারণ জগতের সব কিছু—শারীরিক কামনা, চোখের কামনা এবং জীবনের অহংকার—পিতার কাছ থেকে আসে না, বরং জগৎ থেকে আসে।” এটি পার্থিব জিনিসের প্রতি ভালোবাসাকে পাপের সাথে যুক্ত করে। শাস্ত্রপদ: ইফিষীয় ৫:৩-৭ বিশ্বাসীদের মধ্যে অনৈতিকতা, লোভ বা অশ্লীলতার সামান্যতম ইঙ্গিতও থাকা উচিত নয়। যারা পাপে লেগে থাকে, ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে (পদ ৬)। প্রয়োগ: অনুপযুক্ত আচরণের (যেমন, কুরুচিপূর্ণ রসিকতা) প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করুন। জাগতিক রীতি থেকে আমূল বিচ্ছেদের উপর জোর দিন (পদ ৭)। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: রোমীয় ১:২১-২৩ - “কারণ যদিও তারা ঈশ্বরকে জানত, তবুও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে মহিমাশ্রিত করেনি বা তাঁকে ধন্যবাদও দেয়নি, বরং তাদের চিন্তাভাবনা নিষ্ফল হয়ে গেল এবং তাদের মূর্খ হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। যদিও তারা নিজেদের জ্ঞানী বলে দাবি করত, তারা মূর্খ হয়ে গেল এবং অমর ঈশ্বরের মহিমার পরিবর্তে মরণশীল মানুষ, পাখি, পশু ও সরীসৃপের মতো দেখতে মূর্তির পূজা করতে লাগল।” এটি মূর্তিপূজাকে একটি মৌলিক পাপ হিসেবে তুলে ধরে,

যেখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার উপাসনার পরিবর্তে সৃষ্ট বস্তু উপাসনা করে, যা আরও অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যান্য অনেক পাপের মূল কারণ হিসেবে কাজ করে।

কৃত পাপের তিনটি বিনিময় (রোমীয় ১:২৩, ২৫, ২৬-২৭)

পাপ প্রায়শই ঈশ্বরের সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রতারণামূলক □□□□□□; লনেদনে□□□□□□; করে, যা অধঃপতনকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

- বিনিময় ১: গৌরবের বিনিময়ে অধঃপতন (১:২৩): ঈশ্বরের গৌরবের পরিবর্তে সৃষ্ট বস্তুর প্রতিমা গ্রহণ, যা মূর্তিপূজা এবং মানব মর্যাদার অবক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করে।
- বিনিময় ২: সত্যের পরিবর্তে মিথ্যা (১:২৫): ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা, স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির উপাসনা করা, বিবেককে ভোঁতা করে ফেলা।
- বিনিময় ৩: স্বাভাবিকের বদলে অস্বাভাবিক (১:২৬-২৭): লজ্জাজনক কামনার জন্য ঈশ্বর-নির্ধারিত সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং তার উপযুক্ত শাস্তি লাভ করা। প্রয়োগ: ঈশ্বরের চেয়ে নিজেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার মতো এই বিনিময়গুলোর জন্য আপনার জীবন পরীক্ষা করুন। প্রলোভন প্রতিরোধ করতে এবং অনুতাপ করতে শাস্ত্র ব্যবহার করুন।

অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: রোমীয় ১:২৮-৩২ – “তাছাড়া, তারা যেমন ঈশ্বরের জ্ঞান ধরে রাখাকে মূল্যবান মনে করেনি, তেমনি ঈশ্বরও তাদের এক বিকৃত মনের হাতে তুলে দিলেন, যার ফলে তারা এমন সব কাজ করে যা করা উচিত নয়। তারা সব ধরনের দুঃস্থতা, মন্দতা, লোভ এবং অধঃপতনে পূর্ণ হয়ে গেছে। তারা ঈর্ষা, হত্যা, বিবাদ, প্রতারণা এবং বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তারা পরচর্চাকারী, অপবাদকারী, ঈশ্বর-বিদ্বেষী, উদ্ধত, অহংকারী এবং দাস্তিক; তারা মন্দ কাজ করার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে; তারা তাদের পিতামাতার অবাধ্য হয়; তাদের কোনো বোধশক্তি, বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা বা করুণা নেই। যদিও তারা ঈশ্বরের এই ধার্মিক বিধান জানে যে, যারা এই ধরনের কাজ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য, তবুও তারা কেবল নিজেরাই এই কাজগুলো করতে থাকে না, বরং যারা এই কাজগুলো করে তাদেরও সমর্থন করে।” এই তালিকাটি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতির বিশদ বিবরণ দেয়, যা পাপে পরিপূর্ণ এক বিকৃত মনের চিত্র তুলে ধরে, যা দুঃস্থতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে; এর মধ্যে অন্যদের মধ্যে মন্দকে সমর্থন করাও অন্তর্ভুক্ত, এবং এটি এই ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে যে এই ধরনের কাজ মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

রোমীয় ১:২৮-৩২

থেকে পাপের

শ্রেণীবিভাগ

উদাহরণ

বর্ণনা

| শ্রেণীবিভাগ | উদাহরণ | বর্ণনা |
|----------------|---|---|
| নৈতিক অধঃপতন | দুঃস্থতা, মন্দতা, লোভ, অধঃপতন | ইচ্ছাকৃত দুর্নীতি, অন্যের ক্ষতি করে আরও বেশি পাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, সদগুণবর্জিত। |
| সম্পর্কীয় পাপ | হিংসা, হত্যা, বিবাদ, প্রতারণা, বিদ্বেষ, পরচর্চা, অপবাদ, ঈশ্বর-বিদ্বেষী, উদ্ধত, অহংকারী, দাস্তিক, পিতামাতার অবাধ্যতা, বোধশক্তির অভাব, বিশ্বস্ততার অভাব, ভালোবাসাহীনতা, দয়াহীনতা | অন্যের সাফল্যে বিদ্বেষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে বিবাদ, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিপথগামিতা, গোপনে বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা, প্রকাশ্যে কুৎসা রটানো, অন্যকে নিকৃষ্ট গণ্য করা, স্বাভাবিক স্নেহ বা সহানুভূতির অভাব। |
| উদ্ভাবনী মন্দ | মন্দ কাজ করার নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করুন | দুঃস্থতার নতুন রূপ সৃষ্টি করা। |
| জটিলতা | যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের অনুমোদন করুন। | বিচার জেনেও পাপকে সমর্থন করা। |

খ. নিষ্ক্রিয়তার পাপ: ভালো কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া

শাস্ত্রপদ: যাকোব ৪:১৭ যা সঠিক বলে আমরা জানি, তা করতে ব্যর্থ হওয়াই পাপ। আমাদের বিবেক আমাদের জবাবদিহি করে। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: মথি ২৫:৪১-৪৬ – যিশু অভাবীদের প্রতি অবহেলাকারীদের নিন্দা করেন এবং নিষ্ক্রিয়তাকে পাপের সমতুল্য বলে গণ্য করেন।

গ. একটি পাপই আমাদেরকে দোষী করে তোলে

শাস্ত্রপদ: যাকোব ২:৮-১১ ঈশ্বরের ব্যবস্থার একটি অংশ লঙ্ঘন করলে আমরা সবকিছুর জন্য দোষী হয়ে যাই, কারণ সমস্ত পাপই ঈশ্বরের অবাধ্যতা। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: রোমীয় ৩:১০-১২ – “ধার্মিক কেউ নেই, একজনও না... সকলেই বিপথে গেছে।” এটি এই বিষয়টিকে আরও জোরদার করে যে, যেকোনো পাপই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমাদেরকে পাপী করে তোলে।

৪. নির্দিষ্ট পাপসমূহ এবং বাইবেলীয় নির্দেশনা

এ. অ্যালকোহল

শাস্ত্রপদ: যিশাইয় ৫:১১; হিতোপদেশ ২৩:২৯-৩৫; গালাতীয় ৫:২১। মদ্যপান করা পাপ, কিন্তু শুধু মদ্যপান করা পাপ নয়। অ্যালকোহল স্বভাবগতভাবে মন্দ নয়, কিন্তু বিপজ্জনক। শাস্ত্রপদ: ১ করিন্থীয় ৮:৯; রোমীয় ১৪:২১। মদ্যপানের মাধ্যমে অন্যদের বিপথে চালিত করা থেকে বিরত থাকুন। যারা সংগ্রাম করছেন, তাদের জন্য মদ্যপান থেকে বিরত থাকাই সর্বোত্তম হতে পারে। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ১ পিতর ৪:৩-৪ - বিশ্বাসীদের অবশ্যই যেসকল পৌত্তলিক প্রথা ত্যাগ করতে হবে, তার মধ্যে মদ্যপানের উল্লেখ রয়েছে।

খ. ডিস্কো, মাদক, জুয়া

শাস্ত্রপদ: তীত ২:৫, ৭-৮, ১০ সুসমাচারকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য জীবনযাপন করুন, এবং বিশ্বাসকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এমন আচরণ পরিহার করুন। শাস্ত্রপদ: ইফিষীয় ৫:৩ ডিস্কো বা ক্লাবের মতো জায়গায় মন্দের আভাসও পরিহার করুন। শাস্ত্রপদ: ১ করিন্থীয় ৬:২০ মাদকদ্রব্য শরীরের ক্ষতি করে, যা ঈশ্বরের মন্দির। শাস্ত্রপদ: মথি ২৫:২১; হিতোপদেশ ৩:৯ জুয়া প্রায়শই দুর্বলদের শোষণ করে এবং এটি সম্পদের অব্যবস্থাপনার প্রতিফলন ঘটায়। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ১ তীমথিয় ৬:১০ - “অর্থের প্রতি ভালোবাসা সকল প্রকার মন্দতার মূল,” যা জুয়ার লোভকে পাপের সাথে যুক্ত করে।

সি. ধূমপান

শাস্ত্রপদ: রোমীয় ৬:১২; ২ পিতর ২:১৯; লুক ১৭:১-৩ক; তীত ২:৬-১০; রোমীয় ১৪:২৩; ১ পিতর ২:১২; মথি ৭:১২; ফিলিপীয় ২:৪; রোমীয় ১২:১; ১ করিন্থীয় ৬:২০; ২ করিন্থীয় ৭:১; ১ থেসালোনিকীয় ৫:২৩; ইফিষীয় ৫:১৬; মথি ২৫:২১; ফিলিপীয় ৪:৬; ১ পিতর ৫:৭। ধূমপান মানুষকে দাসত্বে আবদ্ধ করে, খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, শরীরের ক্ষতি করে এবং সম্পদের অপচয় ঘটায়। উদ্বেগ মোকাবেলায় এটি প্রার্থনার একটি দুর্বল বিকল্প। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ১ করিন্থীয় ১০:৩১ - “ঈশ্বরের মহিমার জন্য সবকিছু কর,” যা ধূমপানের মতো অভ্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে, যা তাঁকে অসম্মান করে।

ঘ. গুপ্তবিদ্যা

পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রপদ: লেবীয় পুস্তক ১৯:৩১; ১ শমুয়েল ২৮; ১ বংশাবলি ১০:১৩; যিশাইয় ৮:১৯। জাদুবিদ্যা নিষিদ্ধ, কারণ এটি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ক্ষমতার সন্ধান করে। নতুন নিয়মের শাস্ত্রপদ: প্রেরিত ১৯:১৯; গালাতীয় ৫:২০; ২ থেসালোনিকীয় ২:৯; প্রকাশিত বাক্য ২১:৮। জাদুবিদ্যা ও তন্ত্রমন্ত্র গুরুতর পাপ, যার পরিণতি অনন্তকালীন। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১০-১২ - জাদুবিদ্যার চর্চাকে ঈশ্বরের কাছে “ঘৃণ্য” বলে তালিকাভুক্ত করে।

ই. যৌন পাপ

শাস্ত্রপদ: আদিপুস্তক ২:২৪; ইফিষীয় ৫:৩; আদিপুস্তক ৩৪; আদিপুস্তক ২৯; মথি ৫:২৮; ১ করিন্থীয় ৬:৯, ১৮; রোমীয় ১:২৬-২৭; লেবীয় পুস্তক ১৮:২২; আদিপুস্তক ১৯:১-১১; আদিপুস্তক ৩৯:৯; হবাক্কুক ২:১৫; ইব্রীয় ১৩:৪; যাত্রাপুস্তক ২২:১৬; ২ করিন্থীয় ১২:২১; ২ পিতর ২:১৪; লেবীয় পুস্তক ১৮; রোমীয় ৬:১৯-২১; ১ থেসালোনিকীয় ৪:৩; প্রকাশিত বাক্য ২:২১; দ্বিতীয় বিবরণ ২২:২০-২২; রোমীয় ১৩:১৪; ১ তীমথিয় ৫:২; প্রকাশিত বাক্য ২১:২৭; ইয়োব ৩১:১; ১ করিন্থীয় ৫:৯-১১; ২ তীমথিয় ২:২২; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫ যৌন পাপ—বিবাহপূর্ব যৌন মিলন, ব্যভিচার, সমকামিতা, অশ্লীল ছবি, হস্তমৈথুন—কামুক হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয় এবং সম্পর্কের বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে লঙ্ঘন করে। প্রয়োগ: চিন্তার ধরণ (যেমন, হস্তমৈথুনের সময় কামভাব) এবং সামাজিক চাপ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ১ করিন্থীয় ৭:২-৩ - বিবাহ হলো যৌন অভিব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত প্রেক্ষাপট, যা অনৈতিকতা থেকে রক্ষা করে।

এফ. বস্তুবাদ

শাস্ত্রপদ: হিতোপদেশ ৩০:৭-৯; ইফিষীয় ৫:৫; লুক (৩০টিরও বেশি পদ) লোভ এবং বস্তুবাদ ঈশ্বরের চেয়ে নিজেকে বেশি প্রাধান্য দেয়, যা আমাদেরকে অন্যের প্রয়োজনের প্রতি অনুভূতিহীন করে তোলে। প্রস্তাবিত পাঠ: আর. জে. সাইডারের লেখা ‘ক্ষুধার যুগে ধনী খ্রিস্টান’। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: মথি ৬:২৪ - “তোমরা ঈশ্বর ও অর্থ উভয়ের সেবা করতে পারো না”; ১ তীমথিয় ৬:১৭-১৮ - ধনী বিশ্বাসীদের অবশ্যই উদার হতে হবে।

৫. ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নাবলী

ক. ক্ষমার অযোগ্য পাপ

শাস্ত্রপদ: মথি ১২:২২-৩৭। ক্ষমার অযোগ্য পাপ হলো একটি ক্রমাগত কঠিন হৃদয় যা ঈশ্বরের সুস্পষ্ট কাজকে প্রত্যাখ্যান করে (যেমন, যিশুর অলৌকিক কাজগুলোকে শয়তানের কাজ বলে মনে করা)। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ইব্রীয় ৬:৪-৬ - জ্ঞানলাভের পর পথভ্রষ্ট হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, এবং অনুতাপহীন প্রত্যাখ্যানের বিপদ তুলে ধরে।

খ. আদি পাপ

শাস্ত্রপদ: গীতসংহিতা ৫১:৫ এই পদটি রূপক, আক্ষরিক নয়, যেমন গীতসংহিতা ২২:৯, ৫৮:৩, ৭১:৬ দ্বারা দেখানো হয়েছে। এটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অপরাধবোধের শিক্ষা দেয় না। শাস্ত্রপদ: রোমীয় ৫:১২ আদমের পাপের কারণে মৃত্যু আসে, তাই সকলেই পাপ করে ও মারা যায়, কিন্তু অপরাধবোধ ব্যক্তিগত, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয় (যিহিঙ্কেল ১৮:২০)। খ্রীষ্টের বলিদান সকলের জন্য সম্ভাব্য পরিত্রাণ প্রদান করে, যা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। শাস্ত্রপদ: মথি ১৮:৩, ১৯:১৪ যীশু সন্তানদের বিশ্বাসের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেন, যা তাদের সহজাত অপরাধবোধের ধারণার বিরোধিতা করে। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৬ - “সন্তানদের জন্য পিতা-মাতাকে এবং পিতা-মাতাকে সন্তানদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়,” যা ব্যক্তিগত জবাবদিহিতাকে আরও শক্তিশালী করে।

গ. পাপীদের প্রার্থনা

শাস্ত্রপদ: যোহন ৯:৩১; গীতসংহিতা ৬৬:১৮; মথি ৭:৭; প্রেরিত ১০:৪; ইব্রীয় ৪:১৩। পাপ প্রার্থনায় বাধা দেয়, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অবেশ্যকারীদের কথা শোনেন। অ-খ্রীষ্টানদের চেয়ে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ বেশি, যেমন পুত্রদের সাথে দাসদের। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ১ পিতর ৩:১২ - “সদাপ্রভুর দৃষ্টি ধার্মিকদের উপর থাকে এবং তিনি তাদের প্রার্থনায় কান পাতেন।”

ঘ. বহিষ্কার/ধর্মচ্যুতি

শাস্ত্রপদ: মথি ১৮:১৫-১৮; তীত ৩:১০; রোমীয় ১৬:১৭; ১ করিন্থীয় ৫:১১; ২ থেসালোনিকীয় ৩:৬-১৫। সুস্পষ্ট পদক্ষেপ অনুসরণ করে, অনুতাপহীন গুরুতর পাপ (যেমন, অনৈতিকতা, লোভ) বা বিভেদ সৃষ্টির জন্য সমাজচ্যুতি করা হয়। অলসতার জন্য সতর্কীকরণ প্রয়োজন, সমাজচ্যুতি নয়। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: ২ করিন্থীয় ২:৬-৮ - অনুতাপের লক্ষ্য হলো পুনরুদ্ধার, যা অনুতাপের পরে প্রেম ও ক্ষমার জন্য উৎসাহিত করে।

৬. দরিদ্রদের সেবা করা: একটি বাইবেলীয় নির্দেশ

শিষ্যদের যেমন সুসমাচার প্রচার করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে (মথি ২৮:১৯-২০), তেমনি আমাদেরও দরিদ্রদের সেবা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে (মথি ২৫:৩৫-৪০)। এই দ্বৈত দায়িত্ব মানুষের সমগ্র সত্তার—আত্মা, প্রাণ ও দেহের—প্রতি ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটায় (১ থেসালোনিকীয় ৫:২৩)।

ক. বাইবেলের আদেশ

শাস্ত্রপদ: গীতসংহিতা ৮২:৩-৪ দুর্বল ও অভাবগ্রস্তদের রক্ষা করো, কারণ ঈশ্বর তাদের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করেন (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬; গীতসংহিতা ১১৩:৭-৮)। শাস্ত্রপদ: ২ করিন্থীয় ৮:৯ যীশু আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য দরিদ্র হয়েছিলেন, পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন (যাকোব ২:১-১৩)। শাস্ত্রপদ: লুক ১০:২৯ সং শমরীয়ের দৃষ্টান্তটি “প্রতিবেশী”-কে অভাবগ্রস্ত যে কোনো ব্যক্তি হিসেবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে, যা নিষ্ক্রিয়তার অজুহাত দূর করে। শাস্ত্রপদ: যাকোব ১:২৭ প্রকৃত ধর্ম অনাথ, বিধবা এবং নিপীড়িতদের যত্ন নেয়। শাস্ত্রপদ: গালাতীয় ২:১০ সুসমাচার প্রচারের জন্য পৌলের উদ্যোগের মধ্যে দরিদ্রদের স্মরণ করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ:

□ যিশাইয় ৫৮:৬-৭ - প্রকৃত উপবাসের অর্থ হলো ক্ষুধার্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এবং দরিদ্রদের আশ্রয় দেওয়া।

□ প্রেরিত ২:৪৪-৪৫ - আদি খ্রিস্টানরা নিজেদের সম্পদ ভাগ করে নিতেন এবং একে অপরের প্রয়োজন মেটাতে।

খ. অজুহাত মোকাবেলা

বস্তুবাদ ও ব্যস্ততা প্রায়শই আমাদেরকে দরিদ্রদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। শুধুমাত্র দানের মাধ্যমে সেবা করা যায় না (মথি ১৫:৩-৬)। ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা যিশুর দৃষ্টান্তকে প্রতিফলিত করে। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: লুক ১৬:১৯-৩১ – ধনী ব্যক্তির লাসারকে অবহেলা করার ফলে অনন্তকালীন পরিণতি হয়েছিল, যা উদাসীনতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

গ. ব্যবহারিক প্রয়োগ

- ক্ষুধার্তকে খাওয়ান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিন, বন্দীদের দেখতে যান, শিশু দত্তক নিন, অথবা দুর্যোগ ত্রাণে সহায়তা করুন।
- দরিদ্রদের আপনার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান, তাদের জন্য উপবাস ও প্রার্থনা করুন, অথবা চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। অতিরিক্ত শাস্ত্রপদ: মথি ১০:৮ – “তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ; বিনামূল্যে দাও।”

ঘ. উপসংহারমূলক প্রশ্নাবলী

- অর্থ দান কি দরিদ্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততার বিকল্প হতে পারে?
- আপনি কি এই কথার সাথে একমত যে, “মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয় না, যতক্ষণ না তারা জানতে পারে যে আপনি তাদের কতটা গুরুত্ব দেন”?
- আপনি শেষ কবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তির সাথে কথা বলেছেন?
- আপনি কি দরিদ্রদের সেবা করার বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা (যেমন, লুক, প্রেরিত, হিতোপদেশ) অধ্যয়ন করতে প্রস্তুত?
- আপনার জীবনযাত্রায় কী ধরনের পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে? দ্রষ্টব্য: কিছু মণ্ডলী তাদের সদস্যদের, এমনকি নিজেরা দরিদ্র হলেও, সক্রিয়ভাবে দরিদ্রদের সেবা করতে বলে। এটি বাইবেলের অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করে এবং সুসমাচারের আবেদন বৃদ্ধি করে (প্রেরিত ২:৪৪-৪৫; গালাতীয় ৬:১০)। শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন, প্রার্থনা করুন এবং আপনার দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করুন।

৭. উপসংহার

পাপ আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমা আমাদেরকে পুনরুদ্ধার করে। ক্ষমার প্রথম ধাপ, অনুতাপ, নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। দরিদ্রদের সেবা করা শিষ্যত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা সুসমাচারের সামগ্রিক বার্তাকে মূর্ত করে তোলে। বাড়ির কাজ: এই পাঠটি পর্যালোচনা করুন, গীতসংহিতা ৫১ পড়ুন এবং যোহনের সুসমাচার পড়া চালিয়ে যান। নিজের পাপ এবং অভাবীদের সেবা করার সুযোগগুলো নিয়ে চিন্তা করুন।